কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
CONSUMERS ASSOCIATION OF BANGLADESH (CAB)

বাড়ী নং- ৮/৬ সেগুন বাগিচা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬২৮৫৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৫৪২

E-mail : cabdhaka2013@gmail.com
Website : www.consumerbd.org

HOUSE NO. 8/6 SEGUNBAGICHA
DHAKA-1000, BANGLADESH
PHONE : 88-02-9562858
FAX : 88-02-9577542

জীবনযাত্রার ব্যয় ও ভোক্তা-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন - ২০২১

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্যাব ভোক্তাদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণের (Protect and promote consumers rights) লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। ক্যাব প্রতি বছরের প্রারম্ভে বিগত বছরের জীবনযাত্রার ব্যয় এবং ভোক্তা-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হলেও ২০২১ সালের প্রতিবেদনটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর রাজধানী ঢাকায় সংগৃহীত বাজার দর ও বিভিন্ন সেবা সার্ভিসের তথ্য থেকে দেখা যায়, ২০২১ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৬ দশমিক ৯২ শতাংশ ও পণ্যমূল্য ও সেবা-সার্ভিসের মূল্য বেড়েছে ৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০২০ সালে এই বৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং ৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। ২০২১ সালে অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজধানীর ১৫টি খুচরা বাজার ও বিভিন্ন সেবা-সার্ভিসের মধ্যে থেকে ১১৪টি খাদ্যপণ্য, ২২টি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী এবং ১৪টি সেবা-সার্ভিসের তথ্য এই পর্যালোচনায় বিবেচনা করা হয়েছে। এই হিসাব শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রকৃত যাতায়াত ব্যয় বহির্ভূত।

ভোক্তার ঝুলিতে (Consumer Basket) যেসব পণ্য ও সেবা রয়েছে সেসব পণ্য বা সেবা পরিবারের মোট ব্যয়ের সাথে তুলনা করে পণ্য বা সেবার ওজন (Weight)-এর ভিত্তিতে জীবনযাত্রা ব্যয়ের এই হিসাব করা হয়েছে।

যেসব পণ্যের দাম বেড়েছে

২০২১ সালে চালে গড় মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ১৯ শতাংশ। মোটা চাল যেমন পারিজা ও স্বর্ণায় বেড়েছে ১৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ, বিআর-১১, বিআর-৮ এ বেড়েছে ১১ দশমিক ১১ শতাংশ। বাজারে মিনিকেট চালের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ, নাজিরশাইল চালে ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ ও সুগন্ধি চালে ৩ দশমিক ২৭ শতাংশ। খোলা আটায় দাম বৃদ্ধি হয়েছে ১২ দশমিক ৩০ শতাংশ, প্যাকেট আটায় ৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ, খোলা ময়দায় ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ ও প্যাকেট ময়দায় বৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

সব ধরণের তেলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৩৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ। পাম তেলে বেড়েছে ৬০ দশমিক ৪৫ শতাংশ, খোলা সয়াবিনে বেড়েছে ৪৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ, বোতলজাত সয়াবিনে বেড়েছে ৩৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ। মোরগ-মুরগিতে গড়ে বেড়েছে ১০ দশমিক ৮২ শতাংশ। ব্রয়লার মুরগিতে বেড়েছে ২৩ দশমিক ২৪ শতাংশ, দেশি মাঝারি মুরগিতে বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ, বড় দেশি মুরগিতে বেড়েছে ৬ দশমিক ১২ শতাংশ ও দেশি কই মাছে বেড়েছে ১৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
CONSUMERS ASSOCIATION OF BANGLADESH (CAB)
বাড়ী নং- ৮/৬ সেগুন বাগিচা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬২৮৫৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৫৪২
E-mail : cabdhaka2013@gmail.com
Website : www.consumerbd.org
HOUSE NO. 8/6 SEGUNBAGICHA
DHAKA-1000, BANGLADESH
PHONE : 88-02-9562858
FAX : 88-02-9577542

২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে শাকসব্জির দাম ছিল বেশি। কাঁচা মরিচে বেড়েছে ৩২ দশমিক ৬৮ শতাংশ, গাজরে ২২ দশমিক ৯৭ শতাংশ, টমেটোতে ১৮ শতাংশ, পুঁইশাকে ১৪ দশমিক ২৫ শতাংশ ও বেগুনে ৮ দশমিক ৭২ শতাংশ।

আপেলে দাম বৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ, পান-সুপারিতে বেড়েছে ১৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ, চিনিতে বেড়েছে ১৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ, খেশারি ডালে ১৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ, সুগন্ধি সাবানে বেড়েছে ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ, মুগ ডালে ৬ দশমিক ৩৬ শতাংশ ও গুঁড়ো দুধে বেড়েছে ৪ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

জ্বালানি তেলের মধ্যে ডিজেলে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ২৩ দশমিক ০৮ শতাংশ ও কেরোসিনে ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। দেশি থান কাপড় লংক্লথে দাম বেড়েছে ১৪ দশমিক ২৯ শতাংশ, শাড়িতে ১২ দশমিক ৭৯ শতাংশ ও গামছায় ১০ দশমিক ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফ্ল্যাট বাসায় ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে ৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ, পাকা টিন শেডে বেড়েছে ৬ দশমিক ৬২ শতাংশ, মেসরুমে (৮ সিট) বেড়েছে ৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ ও বস্তিতে বাসা ভাড়া বেড়েছে ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ। ঢাকা ওয়াসার পানিতে বেড়েছে ৪ দশমিক ৯৮ শতাংশ। ৫২ আসনের বাস ভাড়া বেড়েছে ২৬ দশমিক ৪৭ শতাংশ ও ৪০ আসনের বাস ভাড়া বেড়েছে ২৮ দশমিক ১৩ শতাংশ।

যেসব পণ্যের দাম কমেছে

২০২১ সালে মসলার দাম গড়ে কমেছে ২ দশমিক ১৩ শতাংশ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাগে কমেছে দেশি পেঁয়াজে ৩১ দশমিক ০২ শতাংশ, আমদানিকৃত পেঁয়াজে ২৯ শতাংশ, দেশি আদায় ২৭ দশমিক ৮১ শতাংশ, এলাচে ১৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ, আমদানিকৃত আদায় ১৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ, দেশি রসুনে ১১ দশমিক ২৩ শতাংশ ও আমদানিকৃত রসুনে ৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ। শাকসব্জির মধ্যে কমেছে কাঁচা পেঁপেতে ২৩ দশমিক ৩৮ শতাংশ, করল্লায় ২০ দশমিক ৫৩ শতাংশ, দেশি আলুতে ১৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ ও কচুমুখিতে ৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ। এছাড়া কাতলা মাছে কমেছে ৪ শতাংশ, ফার্মের ডিমে কমেছে ৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ, সিলভার কার্প (১-২) কেজিতে কমেছে ৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ, দেশি মটরে কমেছে ৩ দশমিক ৫৮ শতাংশ ও চা পাতায় দাম কমেছে ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

যেসব সেবার দাম অপরিবর্তিত ছিল

২০২১ সালে আবাসিক গ্যাসের মূল্য ও বিদ্যুতের মূল্য অপরিবর্তিত ছিল।

চালের মূল্য ও খাদ্য নিরাপত্তা

আমনের ভরা মৌসুমে দেশের বাজারে চালের দাম অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকায় ২০২১ সালের শুরুতেই সরকার ভারত হতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য চালের ওপর শুল্ক হার ৬২ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি সরু

বাড়ী নং- ৮/৬ সেগুন বাগিচা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬২৮৫৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৫৪২
E-mail : cabdhaka2013@gmail.com
Website : www.consumerbd.org
HOUSE NO. 8/6 SEGUNBAGICHA
DHAKA-1000, BANGLADESH
PHONE : 88-02-9562858
FAX : 88-02-9577542

চালে ৪-৬ টাকা ও মোটা চালে ২-৩ টাকা কমে। সারা দেশে ৩৫০০টি অটো রাইস মিল, ১৮,৫০০টি রাইস মিল যারা দেশে ধান-চালের বড় ক্রেতা এবং এর সাথে রয়েছে প্রায় ২০টির মতো বড় কর্পোরেট কোম্পানি যারা মূলতঃ চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে চাল আমদানির দীর্ঘসূত্রিতা, সময় মতো কৃষকদের নিকট হতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান ও চাল সংগ্রহ ক্রয় না করতে পারা, মিল মালিক, আড়তদার ও মৌসুমী ব্যবসায়ী সম্মিলিত যোগসাজশে সারা বছর মোটা চালের গড় মূল্য ছিল প্রতি কেজি ৫০ টাকার বেশি ও সরু চাল বিক্রি হয়েছে ৬৫-৭০ টাকার মধ্যে। নভেম্বরে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় বছরের শেষ পর্যন্ত চালের মূল্য উর্ধ্বমুখী থাকে। তেলের এই মূল্য বৃদ্ধির আরো বেশি প্রভাব পড়েছে বোরো মৌসুমে।

খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে সরকার ধান কাটা শুরুর আগেই কৃষকের উৎপাদন ব্যয় হিসাব করে ধান-চালের লাভজনক সংগ্রহ মূল্য ও সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। তবে নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ধান-চাল সংগ্রহ প্রতিবছরই বিলম্বে শুরু হয়। এ প্রেক্ষাপটে কৃষক সরকারের ন্যায্য মূল্যে ধান-চাল সংগ্রহের সুফল থেকে অনেক সময় বঞ্চিত হয়, লাভবান হোন মিল-মালিক ও মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়িক শ্রেণি। অনেক সময় রাজনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণি মৌসুম-ভিত্তিক কৃষক ও ব্যবসায়ী সেজে সরকার নির্ধারিত মূল্যের সুবিধা ভোগ করে। Contract Growing পদ্ধতিতে কৃষকের নিকট থেকে ধান কাটার পরপরই ধান-চাল সংগ্রহের উদ্যোগ এবং Contract Grower-দের জন্য শস্য বীমার প্রবর্তন করা গেলে এক দিকে কৃষক সরাসরি ন্যায্য মূল্য পাবে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রোগ-বালাই এর কারণে কৃষকের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও দূর হবে। কৃষকের নিকট থেকে সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের গুদামে পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। সরকারের গুদামে পর্যাপ্ত চাল মজুদ থাকলে মিলার এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের পক্ষে সরবরাহ অস্থিতিশীল করে মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে না। এতে কৃষক ও ভোক্তা উভয়ই লাভবান হবেন।

গ্যাস ও জ্বালানি তেলের মূল্য

বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে দেশের বাজারে ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বাড়ায় সরকার। প্রতি লিটার ডিজেল ও কেরোসিনের দাম ১৫ টাকা বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। অপরদিকে গ্রাহক পর্যায়ে কেজিতে সাড়ে ৪ টাকা হারে বাড়িয়ে ৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে এলপিজির দাম নির্ধারণ করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাসের দামও বাড়ানো হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে পণ্যপরিবহন ও যাতায়াতের ভাড়া বাড়ায় সাধারণ মানুষের ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা:

গত বছর সরকার ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ১৫ টাকা বৃদ্ধি করে। তেলের মূল্য বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়ে পরিবহন ও যোগাযোগখাতে। সরকারের জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দেয়ার পরপরই গণপরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির জন্য মালিক-শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অঘোষিত পরিবহন ধর্মঘট শুরু করেন। দূরপাল্লার সব পরিবহন বন্ধ থাকে। পরিবহন সঙ্কটে পণ্য পরিবহন মারাত্মক ব্যাহত হয় এবং চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। এসময় বেশ কয়েকটি চাকরির পরীক্ষা থাকায় অনেকে বিভিন্ন জেলা হতে যাতায়াতে চরম দুর্ভোগে পড়েন।

বাড়ী নং- ৮/৬ সেগুন বাগিচা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬২৮৫৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৫৪২
E-mail : cabdhaka2013@gmail.com
Website : www.consumerbd.org
HOUSE NO. 8/6 SEGUNBAGICHA
DHAKA-1000, BANGLADESH
PHONE : 88-02-9562858
FAX : 88-02-9577542

বাধ্য হয়ে সরকার গণপরিবহনের ভাড়া নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকার ডিজেলের মূল্য ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে আর গণপরিবহনে ভাড়া বৃদ্ধি পায় ২৭ শতাংশ। লঞ্চ ও স্টিমারে ভাড়া বাড়ে ৩৫ শতাংশ। তা সত্ত্বেও পরিবহনে ভাড়া বেশি আদায় করা হয়েছে বলে যাত্রীরা অভিযোগ করেন। বাস ও মিনিবাসে গাড়িতে উঠলেই ৫ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিতে পণ্য পরিবহনেও ভাড়া অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনায় অনেক মৃত্যুবরণ করেন ও অনেকে আহত হোন। ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে গভীর রাতে বরগুনাগামী এমভি অভিযান-১০ লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৩৬ জন দগ্ধ হয়ে মারা যান, ৭০ জনের বেশি মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ও লঞ্চের বেশ কয়েকজন যাত্রী নিখোঁজ ছিলেন। অনেকে আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জীবন রক্ষা করেন। পরিবহন খাতে সরকারের বিপুল বিনিয়োগ আর উদ্যোগ গ্রহণেও থামছে না সড়কে মৃত্যুর মিছিল।

শহর এলাকায় এবং মহাসড়কে যানজটের কারণে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এসবের আশু প্রতিকার প্রয়োজন। বিগত সংসদের শেষ অধিবেশনে নতুন সড়ক আইন পাশ হয়েছে। এই আইনের কঠোর বাস্তবায়ন এবং সড়ক অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়ন এই অবস্থার অবসানে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাস্থ্য সেবা:

দেরি হলেও দেশে করোনার ভ্যাক্সিন পর্যাপ্ত পরিমাণে এসেছে যেটি সরকারের একটি বড় পদক্ষেপ। করোনা মহামারিতে নাজুক স্বাস্থ্য সেবাকে সরকার গুরুত্ব দিলেও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট বাজেটের ৫.৪২% বরাদ্দ দেয়া হয় স্বাস্থ্যখাতে। এতে নতুন চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেয়ার ও হাসপাতাল আধুনিকায়তন করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাজেট বরাদ্দের সিংহ ভাগই ব্যয় হবে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ও বেতন-ভাতায়। তাই বাজেট বরাদ্দ হতে রোগীদের প্রকৃত উপকারিতা কতটুকু পাওয়া যাবে তা সহজেই অনুমেয়। আবার বরাদ্দ ব্যয়ের সক্ষমতা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কতটুকু আছে তাও বিবেচনার বিষয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতিমুক্ত না হলে জনগণের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া কখনই সম্ভব হবে না। বেসরকারিখাতের স্বাস্থ্য সেবা অধিক টাকায় অপ্রয়োজনীয় টেস্ট করাতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ তা দেখ ভালের কেউ আছে বলে মনে হয় না।

দরিদ্রদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য স্বাস্থ্যকার্ড ব্যবস্থা চালু এবং স্বাস্থ্যখাতকে রাজনীতি ও দুর্নীতিমুক্ত রাখার বিকল্প নেই। স্বাস্থ্যবীমা কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হলে দেশে ধনী-দরিদ্র সকলের প্রয়োজন মতো প্রাপ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হতে পারে।

শিক্ষা খাত:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এর ফলে ক্লাস ও পরীক্ষা বাতিল হয়ে গিয়ে ছিল এবং প্রায় ১.৫ লাখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। করোনা মহামারিতে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর সারা দেশে সীমিত পরিসরে চালু হয় ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে। তবে

বাড়ী নং- ৮/৬ সেগুন বাগিচা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬২৮৫৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৫৪২
E-mail : cabdhaka2013@gmail.com
Website : www.consumerbd.org
HOUSE NO. 8/6 SEGUNBAGICHA
DHAKA-1000, BANGLADESH
PHONE : 88-02-9562858
FAX : 88-02-9577542

সংক্রমণ বাড়লে আবারও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার ঘোষণা দেয়া হয়। জরিপে দেখা গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সময় সারা দেশে যেমন বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটেছে তেমনি বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা হতে ঝড়ে পড়েছে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) এর একটি জরিপে দেখা গেছে, করোনার কারণে দেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ হতে বেড়ে ৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে শিক্ষার্থীদের জীবনে। বিশেষ করে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ক্যাবের বিবেচনায় মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ এবং কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা জোরদার করার লক্ষ্যে অত্যাবশ্যক। একদিকে অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক চাকুরি পাচ্ছে না, অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বিপুল সংখ্যক বিদেশিকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষার মান ইউজিসি ও সরকারের নিবিড় তত্ত্বাবধায়নের আওতায় আনা প্রয়োজন। শিক্ষার মান উন্নয়নে অবিলম্বে শিক্ষা আইন প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পৃথক Division অথবা স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি প্রসঙ্গে

দেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক গোষ্ঠী হচ্ছে ভোক্তা-শ্রেণি। ভোক্তাদের জীবনমানের উন্নয়ন আর দেশের অগ্রগতি সমার্থক বলে বিবেচনা করা হয়। প্রতিবেশী দেশ ভারতে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে 'Consumers Affairs and Public Distribution' নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজ বা ভোজ্য তেলের দাম বাড়লে আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে, চালের দাম বাড়লে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে, আলুর দাম বাড়লে কৃষি মন্ত্রণালয়কে, লবণের দাম বাড়লে শিল্প মন্ত্রণালয়কে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখেছি। কিন্তু ভোক্তার স্বার্থ সার্বিকভাবে দেখা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করার জন্য একক কোনো মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে নেই। সরকার প্রতিনিয়ত নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের সিদ্ধান্ত ভোক্তাদের ওপর কী প্রভাব ফেলবে তা বিবেচনায় আসে না। এ প্রেক্ষাপটে ভোক্তা-স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভোক্তাদের কল্যাণ-অকল্যাণের দিক সমূহ তুলে ধরা, ভোক্তা-স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমন্বয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন, পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানির সঠিক পরিসংখ্যান সংরক্ষণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল থেকে যাতে দরিদ্য, স্বল্প-আয় এবং নিম্ন-মধ্য বিত্তের ভোক্তারা বঞ্চিত না হোন সে লক্ষ্যে জীবনযাত্রার ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে ১৫ থেকে ২০টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি সন্তোষজনক পর্যায়ে এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার দায়িত্ব অর্পণ করে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় বা বিভাগ গঠন যুক্তিযুক্ত হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে Business Affairs এবং Consumers' Affairs নামে দুইটি পৃথক Divisions সৃষ্টি করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব বলে ক্যাব মনে করে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভোক্তা-স্বার্থের সমন্বয়ন সাধন সহজ হবে বলে আশা করা যায়।

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
CONSUMERS ASSOCIATION OF BANGLADESH (CAB)

বাড়ী নং- ৮/৬ সেগুন বাগিচা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬২৮৫৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৫৪২

E-mail : cabdhaka2013@gmail.com
Website : www.consumerbd.org

HOUSE NO. 8/6 SEGUNBAGICHA
DHAKA-1000, BANGLADESH
PHONE : 88-02-9562858
FAX : 88-02-9577542

সুপারিশসমূহ:

১. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে Business Affairs এবং Consumers Affairs নামে দুটি পৃথক ডিভিশন সৃষ্টি করা।

২. ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে হতদরিদ্র ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এবং নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়-রোজগার এবং ক্রয়-ক্ষমতা ও সার্বিক চাহিদা ন্যূনপক্ষে করোনা মহামারির পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে সরকারের সুনির্দৃষ্ট কর্ম পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে জোর দেয়া।

৩. জীবনযাত্রার ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ ১৫টি থেকে ২০টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার সরবরাহ পরিস্থিতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪. ভোক্তার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মিলারদের সম্পৃক্ত করে Contract Growing পদ্ধতিতে কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষায় উন্নত মানের বীজ ও বিভিন্ন কৃষি উপকরণসহ ঋণ সরবরাহ, এবং কৃষকের নিকট থেকে ধান কাটার পরপরই ধান-চাল সংগ্রহ করা।

৫. Contract Grower-দের জন্য শস্য বীমার প্রবর্তণ করা।

৬. কৃষকের নিকট থেকে সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারি গুদামে পর্যাপ্ত ধান-চাল মজুদ রাখতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মজুদদারি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৭. পচনশীল কৃষি পণ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় পর্যায়ে বহুমুখী শস্য হিমাগার নির্মাণ উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নীতি সহায়তা ও প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৮. সয়াবিন ও পামওয়েলের আমদানি হ্রাসের লক্ষ্যে দেশে 'রাইস ব্রান ওয়েল' সুলভ মূল্যে উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনা প্রদান।

৯. আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য সমন্বয়ের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে Price Stabilization Fund গঠন করা।

১০. স্বাস্থ্যখাতে সরকারের বাজেট ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

তারিখ: ০৭ জুলাই ২০২২

(গোলাম রহমান)
সভাপতি, ক্যাব